لَيْسَ مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ – গ্রন্থের সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

মূল

শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন সালিম বাযমূল

অনুবাদক

হাবিব বিন তোফাজ্জল

অনুবাদ-সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

Believers Vision

প্রকাশকের কথা

ঈদ উপলক্ষে আমরা হাদিয়া বা সালামি পাই। ১৪৪২ হিজরি তথা ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ঈদুল ফিতরে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা হাদিয়াটি পেয়েছিলাম। সেদিন প্রকাশনীর অন্যতম সেরা বই 'এটা সালাফগণের মানহাজ নয়'-এর অনূদিত পাণ্ডুলিপি হাতে পাই। ভালোবাসার দীনি ভাই, অনুবাদক হাবিব বিন তোফাজ্জল ঈদের দিনই আমাকে এই অসামান্য উপহারটি দেন। তিনি ইংরেজি থেকে গ্রন্থটি সরল বাংলায় রূপান্তর করেন এরপর প্রাথমিকভাবে আমি অনুবাদটি সম্পাদনা করি। এরপর চিন্তায় পরে যাই মূল আরবি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ সম্পাদনা কাকে দিয়ে করানো যায়। কারণ তখনও আমাদের কোনো বই-ই প্রকাশ পায়নি এবং আমাদের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ভালো শাইখদেরও পরিচয় নেই। এক দীনি ভাই কয়েকজন আলিমের কথা পরামর্শ দেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিলেন বর্তমান সময়ের বিশুদ্ধ আকীদা-মানহাজের অন্যতম প্রচারক, সম্মুখযুদ্ধের বীরপুরুষ শাইখ প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া حفظه الله। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নেক হায়াত দান করুন। শাইখ সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশংসা করার ভাষা অধমের জানা নেই। তো আমরা কয়েকজন ভাইয়ের কাছে আমাদের মনোবাসনা উপস্থাপন করি। কারণ আমাদের নিজেদের সাহস হচ্ছিল না। একটু বেশিই উচ্চাশা লালন করছি বোধহয়। কিন্তু মহান আল্লাহর ফয়সালা রদ করার কেউ নেই। শ্রদ্ধেয় দীনি ভাই মুহাম্মাদ সুমন খানের মাধ্যমে আমরা সেই স্বপ্নপূরণের ডাক শুনতে পাই। শাইখ হাফিযাহুল্লাহ আমাদের অনূদিত পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা সংযোজন করে দিতে রাজি হন। আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখ ড. মুহাম্মাদ বিন উমার বাযমূল حفظه الله'র এই অসাধারণ বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। জানামতে বাংলা ভাষায় শাইখের এটিই প্রথম অনূদিত বই এবং এ বইয়ের মাধ্যমেই শাইখের সঙ্গে আমাদের বাংলাভাষী পাঠকসমাজ পরিচিত হবেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আমাদের তাওহীদ ও শির্কের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

আলহামদুলিল্লাহ, ভারতীয় উপমহাদেশে সালাফি/আহলেহাদীস আলিমদের দাওয়াতের মেহনতে প্রচুর পরিমাণে মানুষ নিজেদের আকীদাহকে বিশুদ্ধ করতে পেরেছে। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, আমাদের দীনের পথে আসা অধিকাংশ ভাই ও বোনেরাই সঠিক মানহাজের ব্যাপারে অজ্ঞ। অথচ মানহাজই আকীদাহর উপর প্রভাব ফেলে।

অনেকেই শুধু স্বীকার করে কুরআন ও হাদীস মানতে হবে এবং তাদের একটাই ধারণা সেটা হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু, এর সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি উসূল হচ্ছে, সালাফগণের মানহাজ অনুযায়ী কুরআন-হাদীস বোঝা; তা তাদের জানা থাকে না।

এজন্য যারা মানহাজ সম্পর্কে জানে না, তারা সবার পেছনেই দৌড়াতে থাকে। যে-ই কুরআন ও হাদীসের নাম নেয় এরা তাদের কথাই মেনে নেয়, যদিও তারা কুরআন ও হাদীসকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে।

আপনারা এ ব্যাপারে অবগত আছেন যে, কুরআন ও হাদীসের সঠিক ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা উভয়ই করা যায়। কুরআন ও হাদীসের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কারণেই আজ এতগুলো ফির্কার সৃষ্টি হয়েছে। কোনো ফির্কাই কিন্তু বলে না কুরআন ও হাদীসকে ছেড়ে দাও। আসল কথা হচ্ছে, সালাফে সালেহীনদের মানহাজ ব্যতীত কেউ-ই সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর অটল থাকতে পারে না।

একদল মানুষ আছে, যারা কুরআন ও হাদীসকে অনুসরণ করার পূর্ন ইচ্ছে অন্তরে পোষণ করে কিন্তু কুরআন ও হাদীসকে বোঝার জন্য তাদের কাছে

সঠিক উসূল নেই বা সঠিক মানহাজ জানা নেই। এই বইটির মাধ্যমে সে সকল পাঠকবৃন্দ সঠিক ও ভুল মানহাজের কিছুটা হলেও পার্থক্যজ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ।

অবশেষে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শ্রদ্ধেয় ভাই মাহিন আলমের প্রতি। কেননা, তিনিই এই গুরুত্বপূর্ন বইটি অনুবাদের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করে আমাকে কিছুটা নেকি হাসিল করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছি তিনি যেন আমাকে এবং ভাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার অত্যধিক প্রিয় শাইখ, প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া حفظه الله স্যারের প্রতি। অধমের অনুবাদকর্মটি তিনি সম্পাদনা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা যুক্ত করে এই বইটিকে পূর্ণতা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা এই বইটিকে যেন শাইখ ও আমাদের জন্য জান্নাতের উসীলা করে দেন। আমীন।

বিনীত

— হাবিব বিন তোফাজ্জল

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

সম্পাদক ও ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আপনার জন্য যত হামদ, ভালোবাসা ও সম্মানপূর্ণ প্রশংসা, যা কেবল আপনারই প্রাপ্য। আপনি দয়া করে আমাকে আপনার সঠিক পথের পথিক বানিয়েছেন, আপনার নবির অনুসারী বানিয়েছেন, আপনার জান্নাতী বান্দা সাহাবায়ে কিরামের পদাঙ্কে চলার তাওফীক দিয়েছেন। আপনি যাকে ইচ্ছা আপনার দয়ায় হিদায়াতের পথে রাখেন, যাকে ইচ্ছা আপনার ইনসাফের দাবি অনুযায়ী পথভ্রষ্ট করেন। আমি আপনার কাছে আপনার যাবতীয় নাম ও গুণের উসীলায় দুআ করছি আপনি আমাকে আপনার সিরাতে মুস্তাকীমে সর্বদা দৃঢ়পদ রাখুন, আমীন।

অতঃপর, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীসের দিকে চিন্তা নিবদ্ধ করলেই মানহাজের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'অবশ্যই আমার উম্মাতের ওপর তাই আপতিত হবে যা বনী ইসরাঈলের ওপর আপতিত হচ্ছে, একেবারে জুতায় জুতায়, এমনকী যদি তাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে তার মায়ের ওপর উপগত হয়, আমার উম্মাতের মধ্যেও কেউ হবে যে এমনটি করবে। আর বনী ইসরাঈল ৭২ মিল্লাতে বিভক্ত হয়েছে, আমার উম্মত ৭৩ মিল্লাতে বিভক্ত হয়ে যাবে, তাদের সবগুলোই জাহান্নামে যাবে, কেবল একটি মিল্লাত ছাড়া। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে একটি মিল্লাত কারা? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যার ওপর আমি আছি ও আমার সাহাবিরা আছে'। *[তিরমিযি, আল-জামি'উ, হা. ২৬৪১; হাকিম, মুসতাদরাক, হা. ৪৪৪]* অপর বর্ণনায় এসেছে, 'যার ওপর আজকে আমি ও আমার সাহাবিরা রয়েছে'। *[মারওয়াযি, আস-সুন্নাহ, হা. ৫৯]* অপর বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে নাজাতপ্রাপ্ত গোষ্ঠী কারা?' রাসূল বললেন, যারা ওপর আমি আছি ও আমার সাহাবিরা আছে'। *[আজুররি, আশ-শরীআহ, ১/৩০২]* অপর বর্ণনায় এসেছে, তারাই হচ্ছে আল-জামাআহ। *[আবু দাউদ, হা. ৪৫৯৭; আহমাদ, মুসনাদ ১৬৯৩৭]*

এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, উম্মতের মধ্যে মতভেদ হবেই, আর এ মতভেদের পরিণতি হিসাবে যখন সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের প্রদর্শিত মানহাজ তথা মত ও পথের বিপরীতে চলে যায়, তখন প্রথমে কিছু ভুলে নিপতিত হয়, তারাই পরবর্তীকালে কোনোভাবে ফির্কায় পরিণত হয়, ধীরে ধীরে আলাদা মিল্লাতে রূপান্তরিত হয়। হ্যাঁ, এখানে সবাই সমান পর্যায়ে থাকে না। তাদের কোনো কোনো ফির্কা সালাফগণের বিশুদ্ধ মানহাজ থেকে দূরে যেতে যেতে একেবারে দীন থেকে বেরিয়ে গিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যায়; যেমন, ৭৩ ফির্কার বাইরের ফির্কাসমূহ, যারা ইসলাম বা মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিলেও বাস্তরে তারা কাফির; যেমন, কাদিয়ানী, দ্রুজ, নুসাইরি (তথাকথিত আলাওয়ি), বাবিয়্যাহ, বাহায়িয়্যাহ, ইসমাঈলিয়্যাহ, আগাখানিয়্যাহ, বুহরাহ, দাউদিয়্যাহ, সুলাইমানিয়্যাহ প্রভৃতি ফির্কাসমূহ।

আবার কোনো কোনো ফির্কা পুরোপুরি দীন থেকে বের না হলেও তাদের এমন সব আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে যা সামষ্টিকভাবে সকলে বিশ্বাস করে না, কিন্তু যদি একক বা তাদের কোনো গোষ্ঠী এসব শির্কী ও কুফরি আকীদা বিশ্বাস ধারণ করে তবে তারাও পর্যায়ক্রমে (তাকফীর-এর শর্তপূরণ ও বাঁধা দূরীকরণ সাপেক্ষে) কাফির এবং দীন থেকে বের হয়ে যায়। যেমন শীয়া, রাফিদি, মুতাযিলা, মুরজিয়া, জাহমিয়া, খারিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ বাহাত্তর ফির্কার বাইরেও চলে যায়, আবার কেউ কেউ বাহাত্তর ফির্কার ভিতরে থাকে। এরা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত। তারা নিজেরাও নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী দাবি করে না। সুতরাং আহলুস সুন্নাত (রাসূলের আদর্শের অনুসারী) ওয়াল জামাআত (সাহাবায়ে কিরাম) এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তারা নিজেরাই কর্তন করেছে। তাই যে বা যারা তাদের ব্যাপারে চুপ থাকবে তারা হয় অজ্ঞ, না হয় দীনের সঙ্গে খিয়ানতকারী হিসাবে বিবেচিত। তাদের সঙ্গে কোনো প্রকার ঈমানী আচরণ করা যাবে না।

এর বাইরে যাদের আকীদা-বিশ্বাস ও মানহাজে সমস্যা দেখা দেয়, প্রথমে হয়ত সামান্য কিছু ভুল হতে থাকে, ধীরে ধীরে সেটা তাদের অনুসারীদের নিকট বাড়তে বাড়তে ফির্কার রূপ পরিগ্রহণ করে। যেমন আশআরি ও মাতুরিদি ইত্যাদি ফির্কাসমূহ। এসব সম্প্রদায় যে পথভ্রষ্ট ও তারা যে বাহাত্তর ফির্কার

অন্তর্ভুক্ত সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকা কোনোভাবেই সমীচীন নয়। তাদের সঙ্গে আচরণ হবে দাওয়াতের, দাওয়াতের নীতি অনুযায়ী তাদের সঙ্গে ঈমানী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন মানহাজের মানদণ্ড; মানহাজের বিপত্তি মানেই সকল অপকর্মের সূচনা, একথা খাঁটি সত্য। তাই মানহাজের বিপত্তিকে কোনোভাবেই গৌণ করে দেখা যাবে না। যারা আকীদা ও মানহাজের বিপত্তিসহ ঐক্যের স্বপ্ন দেখে তারা আর যাই হোক আলিম বিবেচিত হতে পারে না। যদি তা-ই হতো তবে ইমামগণের সকল ইলমী জিহাদকে অপমান করা হবে। দীনকে মানুষের মতামত ও খেল-তামাশায় রূপান্তরিত করা হবে। সেজন্য আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে সহীহ আকীদা কী? বিশুদ্ধ মানহাজ কী?

এ গ্রন্থে বেশ কিছু বিশুদ্ধ আকীদা ও মানহাজের নীতি তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি যদিও কলেবরে ছোটো কিন্তু উপকারিতার দিক থেকে এ পথের পাঞ্জেরী হিসাবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস রয়েছে। আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে মানহাজের ওপর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় তা কাজে লাগবে। যুবকদের জন্য এটি সঠিক পথের মাইলফলক হিসাবে কাজ করবে।

আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমাদেরকে আকীদা ও মানহাজের ওপর অটল থেকে দীনের খিদমাত করার তৌফিক দিন। বাংলা ভাষাভাষী মানুষগুলোকে এ কিতাবের মাধ্যমে বিশুদ্ধ আকীদা ও মানহাজের পথে পরিচালিত করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

— প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন সালিম বাযমূল حفظه الله'র

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

❑ পরিচিতিঃ

শাইখ ডক্টর মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন সালিম আল-বাযমূল حفظه الله'র জন্ম সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে। তিনি ১৪১৪ হিজরিতে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'উলূমুল কুরআন' ও 'উলূমুল হাদীস' এর ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি হিসেবে কর্মরত এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন-সুন্নাহ বিভাগে, দাওয়াহ ও উসূল-উদ-দীন বিষয়ে দারস দিচ্ছেন। তিনি উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড হেরিটেজ রিভাইভাল সেন্টারের ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করছেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপকদের মাঝে অন্যতম।

ইতঃপূর্বে তিনি মক্কার আল-আজিজিয়ার ইবন বায رحمه الله'র মসজিদে ইমাম আজুররির কিতাব 'আশ-শরীআহ' পড়াতেন। শাইখ রাবি حفظه الله'র অসুস্থতার কারণে তিনি মসজিদে 'ফাতহুল মাজীদ' পড়াতে পারেননি এবং তার পরিবর্তে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ বাযমূলকে দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

শাইখ 'উলূমুল কুরআন'-এর ওপর গভীর জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত। তার লিখন ও দারস স্পষ্ট এটাই প্রমাণ করে। এছাড়াও তিনি উলূমুল হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ বিষয়েও গভীর জ্ঞান রাখেন।

❑ তার আকীদাহঃ

শাইখ সালাফগণের আকীদাহ-ই পোষণ করেন, তিনি আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলি যেভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করেন।

لَيْسَ مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ – গ্রন্থের সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

বিষয়ভিত্তিক সূচি

১. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ১৫
» সালাফ পরিচিতি ১৯
» মানহাজ পরিচিতি ২৩
» মানহাজ ও আকীদাহর মধ্যে পার্থক্য ২৩
» সালাফগণের মানহাজের মূলকথা ২৪
» সালাফগণের মানহাজের পূর্ণ রূপরেখা ২৫

২. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৮
» আহলুস সুন্নাহ পরিচিতি ২৯

৩. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ৩৪
» শাসক ও শাসিত ৩৫

৪. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ৪১
» শাসকদের প্রকাশ্য সমালোচনার বিধান ৪২

৫. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ৪৫
» গুরুত্বভেদে বিভিন্ন প্রকার ইলম ৪৬

৬. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ৪৮
» আলিমের পরিচয় ৪৯
» আলিম চেনার উপায় ৫০
» আলিম ও গাইরে আলিমের পার্থক্য ৫০
» আলিমগণের মর্যাদা ৫১
» আলিমগণের সঙ্গে আমাদের আচরণ ৫৩

৭. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ৫৪
» গোঁড়ামি ৫৫

» গোঁড়ামির প্রকারভেদ ৫৬
» গোঁড়ামির বড়ো সমস্যা ৫৮
» ইসলামে গোঁড়ামির বিধান ৬০
» আকীদাহ ও ইজতিহাদি মাসআলার ক্ষেত্রে অকাট্যতা ৬১

৮. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ৬৩
» মতবিরোধ কতটুকু গ্রহণযোগ্য? ৬৪

৯. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ৬৬
» যেসব মাসয়ালায় মতভেদের সুযোগ নেই! ৬৭

১০. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ৬৮
» তাকলীদ পরিচিতি ৬৯
» তাকলীদের ব্যাপারে মৌলিক নীতি ৭১
» তাকলীদের প্রকারাদি ও প্রত্যেক প্রকারের বিধান ৭২

১১. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ৭৫
» সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়ালা জামাআতের আকীদাহ ৭৬

১২. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ৮০
» ফিতনা ৮১
» ফিতনায় পতিত হওয়ার কারণসমূহ ৮১
» ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় কী? ৮৫
» পরীক্ষা ৮৭
» কাফিরদেরকে বিপদাপদে ফেলা ও পরীক্ষা করার কারণসমূহ ৮৭
» ঈমানদারদের পরীক্ষায় পড়ার কারণসমূহ ৮৯
» বিপদাপদ-কে ঈমানদার কীভাবে দেখবে? ৯১

১৩. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ৯৪
» বিচ্ছিন্নতা ৯৫
» মতভেদ ৯৬
» মতভেদের ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ ১০১

১৪. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ১০৩
» বিদআত পরিচিতি ১০৪
» বিদআতের প্রকারভেদ ১০৪
» দীনের মধ্যে বিদআত মানেই পথভ্রষ্টতা ১০৫
১৫. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ১১০
» হকের মানদণ্ড ১১১
» হক যখন পাওয়া যাবে তখনই তা গ্রহণ করতে হবে ১১৩
১৬. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ১১৬
» ইখলাস ও খ্যাতির মোহ ১১৭
» ফিকহ শেখার গুরুত্ব ১১৯
১৭. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ১২১
» ইলম ১২২
» ইলমের প্রকারভেদ ১২২
» অশুদ্ধ ইলমের কিছু উদাহরণ ১২২
» উপকারী ইলম ও তার প্রকারভেদ ১২৭
১৮. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ১৩১
» উপদেশ প্রদান এ উম্মাতের বৈশিষ্ট্য ১৩২
» শাসককে নসীহতের পদ্ধতি ১৩৪
» শাসককে নসীহতের বিভিন্ন সুরত ১৩৬
১৯. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ১৩৯
» দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাওয়া ১৪০
» দুনিয়াবিমুখ কেন হতে হবে? ১৪৯
২০. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ১৫০
» হাদীস বিশুদ্ধ হলে তার ওপর বিবেক দিয়ে যাচাই করা ১৫১
২১. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ১৫৫
২২. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ১৫৭
২৩. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ১৫৮

৩৫. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২১৬
৩৬. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২১৭
৩৭. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২১৮
» বিতর্কের মূলনীতি ২১৯
» বিতর্কের প্রকারভেদ ২১৯
» নন্দিত বিতর্ক ২১৯
» বিতর্কের শর্তসমূহ ২২০
» নিন্দিত বিতর্ক ২২১
৩৮. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২২৬
৩৯. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২২৭
৪০. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২২৮
৪১. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২২৯
৪২. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২২৯
৪৩. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৩০
৪৪. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৩০
» অর্ধ বক্তা, অর্ধ ফকীহর মন্দ প্রভাব ২৩১
» বর্ণনা সংখ্যার দিক দিয়ে হাদীসের প্রকারভেদ ২৩১
৪৫. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৩৪
৪৬. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৩৪
৪৭. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৩৫
৪৮. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৩৫
৪৯. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৩৬
৫০. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৩৬
৫১. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৩৭
৫২. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৩৮
৫৩. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৩৯
» মানুষের প্রকারভেদ ২৪০
৫৪. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়! ২৪১

১. এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!

“

এটা সাল্লাফ[১] গণের মানহাজ[২] নয় যে, সুন্নাহ[৩]র ক্ষেত্রে কারো অবস্থার খোঁজখবর নেওয়া ব্যতীত তার কাছ থেকে ইল্মম[৪] গ্রহণ করা। যেহেতু বলা হয়েছে: প্রকৃতপক্ষে এই ইল্মমই দীন, সুতরাং আপনি তার দিকে দৃষ্টি রাখুন যার থেকে আপনি দীন গ্রহণ করছেন[৫]।[৬]

”